দৈনিক ইত্তেফাক

১০।

তারিখ ...APR. 4 8 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

মুহসীন হলে পুলিশী তল্লাশী ॥ অস্ত্রসহ ছাত্রলীগের তমি-রতন গ্রুপের ৭ ক্যাডার গ্রেফতার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ পুলিশ গতকাল (শনিবার) ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে তল্লাশী চালাইয়া অস্ত্র এবং অস্ত্র তৈরীর বিপুল সরঞ্জামসহ ৭জন সন্ত্রাসী ক্যাডারকে গ্রেফতার করিয়াছে। পুলিশী তল্লাশীশেষে হলটি বহিরাগত মুক্ত হওয়ার পর এই হল শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি শফিকের নেতৃত্বে

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

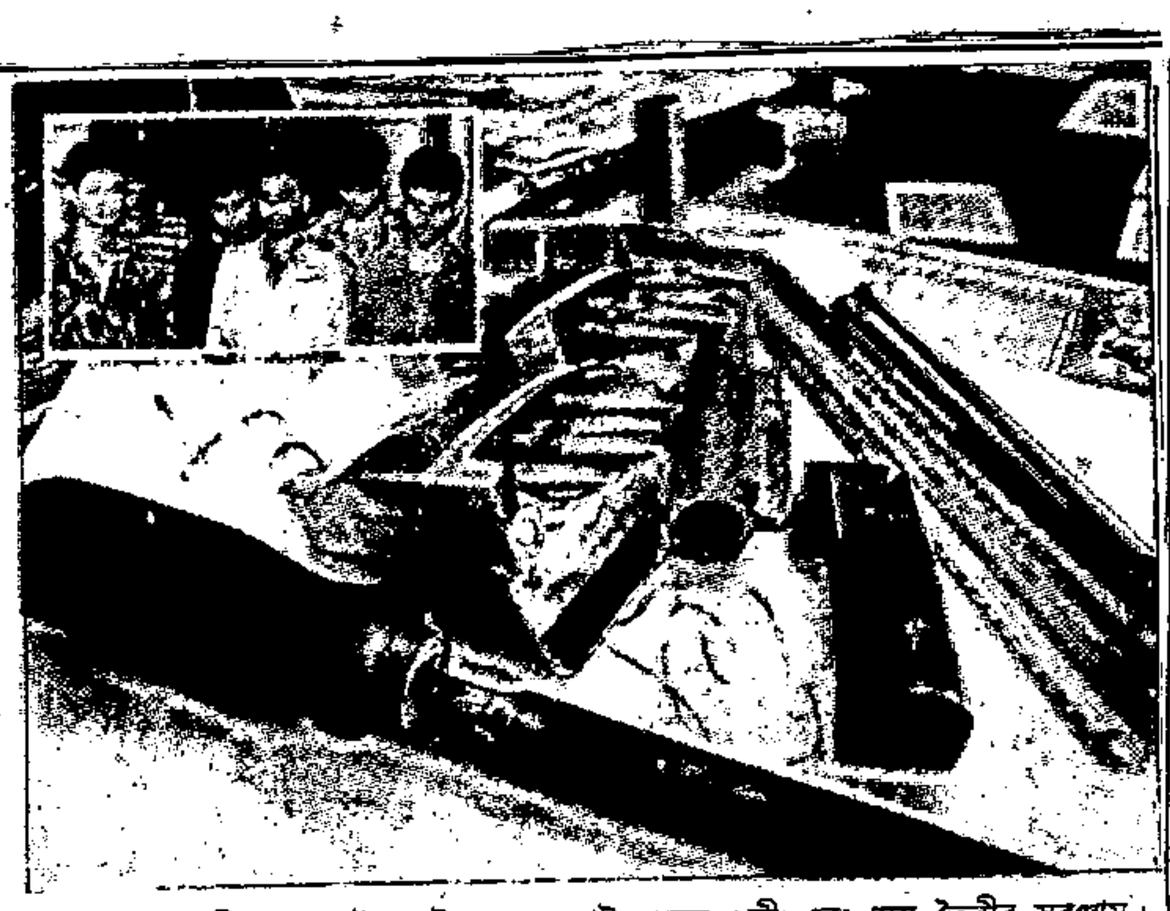

গতকাল মুহসীন হল হইতে উদ্ধারকৃত রাইফেলের গুলী এবং অস্ত্র তৈরীর সরঞ্জাম। ইনসেটে পুলিশ মুহসীন হল হইতে এই বহিরাগত ক্যাডারদের গ্রেফতার করে-ইত্তেফাক

মুহসীন হলে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

১৯৯৭ সালের ২৯শে নভেম্বর হল হইতে বিতাড়িত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পুলিশ মুহসীন হল নিয়ন্ত্রক ছাত্রলীগের তমি-রতন গ্রুপের নেতা শহীদুল্লাহ হলের ভূগোল বিভাগের মাষ্টার্সের ছাত্র জুয়েলকে গ্রেফতারকালে তাহার ৩১৫ নম্বর কক্ষ হইতে ২৭ রাউন্ড গুলী এবং একটি ৩২ রিভলবার উদ্ধার করে। ইহাছাড়া ৪(ক) কক্ষ হইতে লালবাগ ও ইস্কাটন এলাকার বহিরাগত ক্যাডার জিল্লুর, মাসুদ, সাইফুল আলম, মামুন, হানিফ এবং কায়েসকে গ্রেফতার করে। হলের এই গণরুম হইতে পুলিশ অস্ত্র ও বোমা তৈরীর বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধার করে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে রাইফেলের নাটবল্টু, ফায়ারিং পিন, স্প্রীং, ব্যারেল, নল, হ্যাকসো ব্লেড, বাঁট ইত্যাদি।

এই ব্যাপারে রমনা থানায় অস্ত্র আইনে এবং ৫৪ ধারায় দুইটি পৃথক মামলা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল ভোর পৌনে ৬টার দিকে এডিসি (দঃ) জেডএ মোর্শেদের নেতৃত্বে রমনা থানা ও গোয়েন্দা পুলিশের একটি যৌথ দলের প্রায় ২০০ সদস্য এই তল্লাশী অভিযানে অংশ নেয়। প্রথমে পুলিশ হলের ৩০৫, ৩১৩, ৩১৫, ৩৩১, ৫৪৮ এবং ৪ (ক) নম্বর কক্ষে গিয়া তল্লাশী চালায়।

জানা যায়, তল্লাশীর খবর আগেভাগে ফাঁস হইয়া যাওয়ায় সন্ত্রাসীরা অস্ত্রসহ আত্মগোপন করে। পুলিশ তল্লাশী শেষে হল ছাড়িয়া যাওয়ার পর ৩১৪ নম্বর কক্ষ হইতে হল নিয়ন্ত্রক গ্রুপের কর্মীরা বিতাড়িত গ্রুপের ফেলিয়া যাওয়া একটি শটগান হস্তগত করিয়াছে। ১৯৯৭ সালের ২৯শে নভেম্বর হলটি তমি-রতন গ্রুপ দখলের পর হলে বহিরাগতদের দৌরাত্ম্য বাড়িতে থাকে। হল হইতে প্রতিপক্ষ গ্রুপের শিমুল, আরিফসহ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীকে ঐ সময় বিতাড়িত করা হয়। গতকাল শিমুল, আরিফসহ বিতাড়িতরা হল শাখার ছাত্রলীগ সভাপতি শফিক এবং সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াতের নেতৃত্বে হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। গতকাল ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী এ প্রতিনিধিকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ বহিরাগত ও সন্ত্রাসীমুক্ত করা হইবে। তাহার অংশ হিসাবে গত সপ্তাহে জহুরুল হক হল এবং এ সপ্তাহে মুহসীন হলে তল্লাশী হইল।